দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..... 2 JUL 2003...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...৮.....

অন্তহীন সমস্যায় হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজ

হাতিয়া থেকে কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার ॥ মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হাতিয়া উপজেলার ৪ লাখ অধ্যুষিত জনগণের একমাত্র সরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজ। পাশাপাশি আরো দু'টি বেসরকারী কলেজ থাকলেও তাদের অবস্থা আরো করুণ। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সহস্রাধিক জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীদের একমাত্র আশার প্রদীপ হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজ। কিন্তু কলেজটিতে বর্তমানে ভয়াবহ শিক্ষক সংকটের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। নদী ভাঙ্গার পর ১৯৯৪ সালে কলেজটি উপজেলা সদর ওছখালীতে ১০ একর জমির উপর স্থাপন করা হয়। নতুন করে নির্মিত হয় ৫টি ত্রিতল ভবন। তখন সকলের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল সরকারি কলেজে আর কোন সমস্যা থাকবে না। কিন্তু সমস্যা তথু সমস্যাই থেকে যায়নি বরং তা আরো প্রকট আকার ধারন করেছে। ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত উক্ত কলেজটি ১৯৭৯ সালে জাতীয়করণ করার পর এনাম কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ৫২ জন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে কলেজটিতে শিক্ষক সংকট না থাকলেও একে একে প্রমোশন নিয়ে বদলী হওয়ায় বর্তমানে ৫২ জনের স্থলে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১৮ জন। তাও গত ১ বছর যাবৎ গণিত, প্রাণীবিদ্যা ও পরিসংখ্যান বিষয়ের শিক্ষক একজনও নেই। তাছাড়া ইংরেজী, রসায়ন, পদার্থ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাংলা ও দর্শন বিষয়ের ৪ জন করে শিক্ষকের স্থলে মাত্র ১ জন করে রয়েছেন। অর্থাৎ সহযোগী অধ্যাপক ১০ জনের স্থলে ২ জন, সহকারী অধ্যাপক ১৭ জনের স্থলে ৮ জন ও প্রভাষক ২৩ জনের স্থলে ৮ জন আছেন। এসব শিক্ষকের মধ্যে কোন শিক্ষক অনুপস্থিত বা ছুটিতে থাকলে উক্ত বিষয়ের পাঠদান বন্ধ থাকে। অন্যদিকে ব্যবহারিক বিষয়ের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ব্যবহারিক শিক্ষক না থাকায় বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা হতাশায় রয়েছে। এছাড়া কলেজের বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ, মাঠ ভরাট ও শিক্ষকদের আবাসন সমস্যাতো রয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর সাধন চন্দ্র পাল এ কলেজে যোগদান করে সমস্যাদি দেখে হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি জানান উপরোক্তি সমস্যাদি তুলে ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক বরাবরে বহু আবেদন করেছি কিন্তু শিক্ষক পায়নি। অধ্যক্ষ বলেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষক না থাকায় আমি ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের চাপের মুখে রয়েছি।